যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ৩০৯

১/ বিবিধ

আরবী

من أصبح والدنيا أكبر همه فليس من الله في شيء، ومن لم يتق الله فليس من الله في شيء، ومن لم يهتم للمسلمين عامة فليس منهم
موضوع

أخرجه الحاكم (4 / 317) والخطيب في تاريخه (9 / 373) الشطر الأول منه من طريق إسحاق بن بشر حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن حذيفة مرفوعا، وسكت عليه وتعقبه الذهبي بقوله: قلت: إسحاق عدم، وأحسب الخبر موضوعا
قلت: وأورده ابن الجوزي في " الموضوعات " (3 / 132) من طريق الخطيب وتعقبه السيوطي في " اللآليء " (2 / 316 - 317) بطرق أخرى وشواهد ذكرها
أما الطرق عن حذيفة فاثنان آخران: الأول: عن أبان عن أبي العالية عن حذيفة أراه رفعه، مثل رواية الخطيب
قلت: وهذا إسناد لا يستشهد به، لأن أبان وهو ابن أبي عياش كذبه شعبة وغيره، لكنه قد توبع كما سيأتي بعد حديثين
الآخر: عن عبد الله بن سلمة بن أسلم عن عقبة بن شداد الجمحي عن حذيفة رفعه
وهذا سند ضعيف جدا، عبد الله هذا ضعفه الدارقطني، وقال أبو نعيم: متروك، وعقبة لا يعرف كما في " الميزان "، وفيه جماعة آخرون لم أعرفهم
وأما الشواهد فهي من حديث ابن مسعود وأنس وأبي ذر، وكلها لا تصح وقد ذكرتها

عقب هذا

বাংলা

৩০৯। যে ব্যাক্তি এ অবস্থায় সকাল করবে যে, তার সর্ববৃহৎ ব্যাস্ততা (চিন্তা-ভাবনা) হচ্ছে দুনিয়া কেন্দ্রিক, সে আল্লাহর নিকট হতে কিছুই পাবে না। যে ব্যাক্তি সাধারণ মুসলিমদের গুরুত্ব দিবে না, সে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

হাদীসটি জাল।

এটি হাকিম (৪/৩১৭) এবং খাতীব বাগদাদী তার "আত-তারীখ" গ্রন্থে (৯/৩৭৩) (তবে প্রথম বাক্যটি তার থেকে) ইসহাক ইবনু বিশর সূত্রে সুফিয়ান সাওরী হতে ... বর্ণনা করেছেন। যাহাবী বলেনঃ আমার ধারণা হাদীসটি জাল।

আমি (আলবানী) বলছিঃ হাদীসটি ইবনুল জাওযী "মাওযু'আত" গ্রন্থে (৩/১৩২) আল-খাতীব সূত্রে উল্লেখ করেছেন। সুয়ূতী "আল-লাআলী" গ্রন্থে (২/৩১৬-৩১৭) বিভিন্ন সূত্র এবং শাহেদ উল্লেখ পূর্বক তার সমালোচনা করেছেন। এ সূত্রগুলোর দু'টি হুযাইফা হতে এসেছেঃ

১। একটি আবান হতে বর্ণিত হয়েছে আর তিনি আবুল আলিয়া হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এটির সনদটি শাহেদ হওয়ার যোগ্য নয়। কারণ আবান হচ্ছেন ইবনু আবী আইয়াশ; তাকে শু'বা ও অন্যরা মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

২। অপরটি আব্দুল্লাহ ইবনু সালামা হতে বর্ণিত হয়েছে আর তিনি উকবা ইবনু শাদ্দাদ জামহী হতে বর্ণনা করেছেন। এটির সনদ নিতান্তই দুর্বল; এ আব্দুল্লাহকে দারাকুতনী দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন এবং আবু নু'য়াইম বলেছেনঃ তিনি মাতরূক।

উকবাকে চেনা যায় না, যেমনভাবে "আল-মীযান" গ্রন্থে এসেছে। এতে আরো কয়েকজন বর্ণনাকারী রয়েছেন যাদেরকে চিনি না।

এছাড়া শাহেদ হিসাবে যেগুলো ইবনু মাসউদ, আনাস ও আবু যার (রাঃ)-এর হাদীস হতে এসেছে, সেগুলোর কোনটিই সহীহ নয়।

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=5568

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন